আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রম্

পরিমার্জিত সংস্করণ

মূল, ধূর্তস্বামী টীকা, ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত

সম্পাদনা

ইন্দ্রাণী কর

সংস্কৃত বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রাক্‌কথন

প্রায় ১৮ বছর আগে ১৯৯৩ সালে 'আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রম্' গ্রন্থখানি বর্তমান লেখকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কি পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদনার বাসনা জেগেছিল তা সে সংস্করণে বিস্তৃতভাবে বলা আছে। তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

যা বলা প্রয়োজন তা হল আমাকে অবাক করে দিয়ে কিছুদিনের মধ্যে সংস্করণটি শেষ হয়ে যায়। প্রমাণ করে যায় যে বৈদিক যজ্ঞ, তৎসংক্রান্ত রীতিনীতি, পরিভাষা শেখার জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা অপরিসীম। ফলে বেশ কয়েক বছর যাবৎ দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য অনুরোধ আসছিল। কিন্তু সময়াভাবে আর ফিরে তাকাই নি। তবে আর প্রতিরোধ করা গেল না। শুভানুধ্যায়ীরা এবার নাছোড়বান্দা।

তখন মনে হল যখন নতুন করে ভাবতেই বসলাম, তাহলে শুধু দ্বিতীয় সংস্করণ কেন? একে অন্য আলোকে বরং দেখি, দেখার প্রেক্ষিতটা একটু পাল্টে দিই। পূর্বের সংস্করণে বিনিয়োগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যজ্ঞের আলোচনা করা হয়েছিল। ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের অনুসরণে মন্ত্রের ব্যবহার বিচার করা হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে সেভাবে না ভেবে পুরোপুরি যজ্ঞের আলোচনায় মনোনিবেশ করা হয়েছে। বেদাঙ্গ ও তার সাথে যজ্ঞপরিভাষাসূত্র গ্রন্থের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই আঙ্গিক থেকে আপস্তম্বের যজ্ঞপরিভাষার পর্যালোচনা পাঠকমহলের জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

মূল অংশে দেবনাগরী হরফে টেক্‌স্‌টি দেওয়া হয়েছে। তার সাথে আছে ধূর্তস্বামিকৃত ভাষ্য। তারপরে আছে সূত্রের অনুবাদ ও তৎসহ সূত্রের বিশদ ব্যাখ্যা। সবশেষে আছে পরিশিষ্ট। সেখানে গ্রন্থে উল্লিখিত পারিভাষিক শব্দের সারণি আছে।

এ গ্রন্থের কাজ একদা যাঁর অনুপ্রেরণায় শুরু করেছিলাম আজও তিনি সেই একই ভাবে আমায় উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন—মান্যবর অধ্যাপক শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ। তাঁর প্রচেষ্টায় গ্রন্থ দ্রুত প্রকাশ পেল। ধন্যবাদ মুদ্রণালয়কে তাদের সহযোগিতার জন্য।

বেদজিজ্ঞাসু যে পাঠকসমাজের উৎসাহে ও প্রয়োজনে এই পরিমার্জিত সংস্করণের প্রকাশ তাদের কিছুমাত্র উপকারে এলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব। তাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম। কারণ আমার স্থির বিশ্বাস—

'আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।'

স্কটিশচার্চ কলেজ

কলকাতা

১ জানুয়ারী, ২০১২

ইন্দ্রাণী কর